সহীহ হাদীসের আলোকে

তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানো

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানো

রচনায়ঃ
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Tashahhude Angul Uthano
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 15/- Tk Only.

আহলে হাদীস বন্ধুগণ তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানো নিয়ে একটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা প্রচার করছে। অথচ তারা বৈঠকের শুরুথেকে নিয়ে সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত যেভাবে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে থাকেন। এ বিষয়ে কোন প্রকার দলিল পাওয়া যায় না। বরংচ হাদীস গবেষণা করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নরুপ।

শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِى فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

হযরত আলী ইবনে ইমরান আল মুআবী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রুপ করবে। তখন আমি তাকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তার সমস্ত আঙ্গুলগুলো (শাহাদাত আঙ্গুলি ব্যতিত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন।[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

[১] . সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৯ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।
সুনানে আবু দাউদ ১/৩৭৪ হা. ৯৮৯ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা পরিচ্ছেদ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আর জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এসময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন। এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন।[২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়ার সময় বসতেন। তখন দু'হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বা হাত বা হাঁটুর উপর আলতোভাবে ছড়িয়ে রাখতেন।[৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ পড়তে যখন বসতেন তখন বা হাত বা হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৪]

---

[২]. সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৬ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

[৩]. সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৭ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

[৪]. সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৮ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

আকদে আনামিল

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

অর্থাৎ নববী যুগে আঙ্গুল দ্বারা গণণা করা হতো। তা নিম্নরূপ-

১. একক সংখ্যাসমূহ। ২. দশক সংখ্যাসমূহ। ৩. শতক ও হাজার সংখ্যসমূহ।

প্রথমে ১ নং এর আলোচনা করা হবে।

একক সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

একক সংখ্যা বলতে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে বুঝায়। এগুলো গণনা করতে শুধুমাত্র ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলই ব্যবহারিত হয়। এ সংখ্যাগুলো একক সংখ্যা বলা হয়। আর তা হলো, ১ থেকে ৯, ১১ থেকে ১৯, ২১ থেকে ২৯, এভাবে দশক সংখ্যা ব্যতিরেকে ৯১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত হয়।
এগুলো গণনার নিয়ম হলো,

১. ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "এক" সংখ্যা তৈরী হয়।
২. ডান হাতের অনামিকা বন্ধ করলে "দুই" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৩. ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "তিন" সংখ্যটি তৈরী হয়।
৪. তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলি খুলে নিলে "চার" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৫. অনামিকা খুলে নিলে "পাঁচ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৬. মধ্যমা আঙ্গুলি খুলে অনামিকা বন্ধ করলে "ছয়" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৭. অনামিকা আঙ্গুলি খুলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দীর্ঘ করিয়া বন্ধ করে নিলে "সাত" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৮. অনুরূপভাবে অনামিকা বন্ধ করে নিলে "আট" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৯. এভাবেই মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "নয়" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

দশক সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

দশক সংখ্যা বলতে 'দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বই, কে বুঝায়।
এগুলো গণনার জন্য শুধুমাত্র ডান হাতের তর্জনী বা শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যবহারিত হয়।

১০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া রেখে তার উপরিভাগের গ্রন্থির রেখায় তর্জনী আঙ্গুলির নখের কিনারা এমনভাবে রাখা, যাতে বৃত্তের আকার হয়, এতে "দশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
২০. বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের গ্রন্থিকে তর্জনীর সর্বনিম্নভাগের সাথে মধ্যাঙ্গুলির দিক থেকে মিলাবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের গ্রন্থি তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মাঝখানে স্থিত থাকে, এতে "বিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৩০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া করিয়া তর্জনী আঙ্গুলিকে বাঁকা করে উভয়ের অগ্রভাগ এমনভাবে মিলাবে, যাতে তর্জনী ধনুকের গুণের আকৃতি ধারণ করে, এতে "ত্রিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৪০. বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ তর্জনীর সর্বনিম্ন গ্রন্থির পৃষ্ঠে এমনভাবে রাখবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তালুর ডান পার্শ্বে মিলিত থাকে এবং মাঝে কোন ফাঁক না থাকে, এতে "চল্লিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৫০. বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে হাতের তালুর ডান পার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যভাগে অবস্থিত রেখার উপর রাখবে, এক্ষেত্রে তর্জনী খাঁড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনীর সোজাসুজি নিচে থাকবে, এতে "পঞ্চাশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

সুতরাং হাদীসের বর্ণনা وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অতএব বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে হাতের তালুর ডান পার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যভাগে অবস্থিত রেখার উপর রাখবে, এক্ষেত্রে তর্জনী খাঁড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনীর সোজাসুজি নিচে থাকবে, এতে "পঞ্চাশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়। এবং ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "তিন" সংখ্যটি তৈরী হয়। এটিকেই "তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে হাত গুটিয়ে শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা বলা হয়েছে।

৬০. বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে তার নখের উপর তর্জনীর দ্বিতীয় রেখো এমনভাবে রাখবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ সম্পূর্ণ ঢেকে যায়, এতে "ষাট" সংখ্যাটি তৈরী হয়।
৭০. বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের পার্শ্বে তর্জনীর সর্ব উপরের রেখার সাথে এমনভাবে মিলাবে, যাতে সম্পূর্ণ নখ দেখা যায়, এতে "সত্তর" সংখ্যটি তৈরী হয়।

শাহাদাত আঙ্গুল না নাড়ানোর বা সালাম পর্যন্ত নাড়িয়ে ইশারা না করা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন বলে উল্লেখ আছে, যখন তিনি তাশাহহুদ পাঠ করতেন এ সময় তিনি আঙ্গুল হেলাতেন না।[৫] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا .

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি নিশ্চয় লক্ষ করব রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি, তিনি কিরূপে নামায আদায় করেন। আমি তার দিকে তাকালাম। তিনি

---

৮০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া করে তার উপরের গ্রন্থিও পৃষ্ঠের উপর তর্জনী আঙ্গুলটি বাকিয়ে এর অগ্রভাগ স্থাপন করলে "আশি" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৯০. বৃদ্ধাঙ্গলি খাঁড়া করে তার সর্বনিম্ন গ্রন্থির রেখার উপর তর্জনীর অগ্রভাগ স্থাপন করলে "নব্বই" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

শতক ও হাজার সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

একক ও দশক সংখ্যা গণনা করতে ডান হাত ব্যবহারিত হয়। তবে শতক ও হাজার সংখ্যা গণনা করতে শুধুমাত্র বাম হাতের ব্যবহার হয়। এর বিবরণ নিম্নরুপ।

ডান হাতের এক থেকে নয় পর্যন্ত একক সংখ্যাগুলো বাম হাতে শতক সংখ্যারূপে পরিগণিত হয়। অনরূপভাবে ডান হাতের দশ থেকে নব্বই পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলো বাম হাতে হাজার সংখ্যা হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণতঃ ডান হাতে "সাত" সংখ্যাটি গণনার জন্য যে নিয়ম রয়েছে বাম হাতে সে নিয়মটি অবলম্বন করলে "সাত শত" সংখ্যাটি তৈরী হবে এবং ডান হাতে "সত্তর" সংখ্যাটি গণনার জন্য যে নিয়ম রয়েছে, বাম হাতে তা অবলম্বন করলে "সাত হাজার" সংখ্যাটি তৈরী হবে। অনুরূপভাবে বাকিগুলোকে অনুমাণ করে নেয়া যেতে পারে। এভাবে ৯,৯৯৯ পর্যন্ত গণনা করা যেতে পারে।

[৫] . সুনানে নাসায়ী ৩/৩৭ হা. ১২৭০ সাহু অধ্যায়, হাঁটুর উপর বাম হাত বিছানো পরিচ্ছেদ।
সুনানে আবু দাউদ ১/৩৭৪ হা. ৯৯১ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা পরিচ্ছেদ।

দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। আর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল। তারপর তিনি তার ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ এক কব্জি অন্য কব্জির উপর কিংবা এক হাত অন্য হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকুর করার ইচ্ছা করলেন হস্তদ্বয় পূর্বের মত উঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হস্তদ্বয় স্থাপন করলেন তার দু' হাঁটুর উপর। এরপর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তদ্রুপ মাথা উঠালেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন, তিনি তার হাতের তালুদ্বয় স্থাপন করলেন তার উভয় কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তার বাম পা। আর তার বাম হাতের তালু রাখলেন তার বাম হাঁটু ও রানের উপর। আর ডান কনুইর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন। পরে তার দু'টি আঙ্গুল (বৃদ্ধ ও মধ্যমা) টেনে তা দিয়ে বৃত্তাকার বানালেন এবং তারপর একটি আঙ্গুলি (তর্জনী) উঠালেন। আমি দেখলাম তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দুআ করছেন।[৬]

হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসটি সম্পর্কে সহীহ ইবনে খুযায়মাতে উল্লেখ হয়েছে,

قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره

আবু বকর বলেন, বর্ণনাকারী "যায়েদা" **يحركها** "তিনি তা নাড়ছেন।" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্যতিত আর কেউই এটিকে উল্লেখ করেননি। [৭]

মুহাদ্দিস শুআইব আল আরনাউত বলেন,

حديث صحيح دون قوله : " فرأيته يحركها يدعو بها " فهو شاذ انفرد به زائدة

হাদীসটি সহীহ। তবে " **فرأيته يحركها يدعو بها** " আমি দেখলাম তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দুআ করছেন।" এটি শায একক বর্ণনা করেছেন যায়েদা নামক বর্ণনাকারী।[৮]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন,

---

[৬] . নাসায়ী শরীফ ২/১২৬ হা. ৮৮৯ নামায আরম্ভ অধ্যায়, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার স্থান পরিচ্ছেদ। ৩/৩৭ হা. ১২৬৮ নামায আরম্ভ অধ্যায়, ডান হাতের দু' আঙ্গুলি গোটানো ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুলির আকদ করা পরিচ্ছেদ।

[৭] . সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৩৫৪ হা. ৭১৪ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদে দু'হাত রাখা এবং ইশারার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানোর বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

[৮] . মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৮ হা. ১৮৮৯০ কুফাবাসীর মুসনাদ, ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস।

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَحْرِيكِ الإِشَارَةَ بِهَا لاَ تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

হাদীসে يحركها নাড়ানোর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য। বারবার নাড়ানো নয়। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. এর বর্ণিত আঙ্গুল না নাড়ানোর হাদীসের অনুযায়ী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।[৯]

অর্থাৎ যেন আঙ্গুল নাড়ানোর হাদীস ও ইবনে যুবায়র রা. এর হাদীস বিরোধী না হয়।

সুবুলুস সালামে উল্লেখ হয়েছে,

وَمَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ فِيهِ ؛ فَيَكُونُ جَامِعًا فِي التَّوْحِيدِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَالِاعْتِقَادِ ،

ইশারা করার স্থান হলো, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"। যেহেতু ইমাম বায়হাকী রহ. তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফে'ল তথা কাজের বর্ণনা করেছেন। আর ইশারা দ্বারা নিয়্যত করবে আল্লাহর একত্ববাদ ও এখলাস (খাঁটি বিশ্বাস)। তবে ফে'ল (কাজ), কওল (কথা), ও ই'তিকাদ (বিশ্বাস) এর মধ্যে একত্ববাদ একত্রিত হবে।[১০]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা "বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে হবে।" সম্পূর্ণ বেঠিক ও ভুল।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে হক্ব বুঝে তা আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
১২ সফর ১৪৩৭ হিজরী
২৫ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
রাত: ৯ : ৫৯ মিনিট

[৯] . আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৩২ হা. ২৮৯৯ নামায অধ্যায়, আঙ্গুল ইশারা করা নাড়ানো নয় পরিচ্ছেদ।

[১০] . সুবুলুস সালাম ২/১৬৮ হা. ২৯৪ নং হাদীস আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, তাশাহহুদে মধ্যমাঙ্গুলি নাড়ানো।